দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 MAR 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসঙ্গে

অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

-নিরক্ষর শিক্ষার্থীদের সমস্যাভিত্তিক আকর্ষণীয় শিক্ষাসূচী প্রবর্তন ও রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

-সাধারণ ছাত্রদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অংশ নিতে হবে।

-সরকারী-বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানে নিরক্ষর কর্মীদের এক বছরে সাক্ষর করার কর্মসূচী নিতে হবে।

-রেডিও-টেলিভিশনে কর্মসূচী থাকতে হবে।

-প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একটি করে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এসব কেন্দ্রে ৬ মাসের কোর্স থাকতে হবে।

নারী শিক্ষা

-দৈনন্দিন সাংসারিক কাজে লাগার উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে।

-৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে শিশুর যত্ন, রোগীর সেবা, স্বাস্থ্যবিধি, খাদ্য ও পুষ্টি, খাদ্য সংরক্ষণ, সূচি শিল্প, পুতুল ও খেলনা তৈরী, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি বিষয় থাকতে হবে।

-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষণ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদি ঐচ্ছিক বিষয় থাকতে হবে।

-মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষা বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

-প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকসংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

মেয়েদের স্বভাব উপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন নার্সিং, প্যারা মেডিক্যাল কাজ, টাইপিং-স্টেনোগ্রাফী, টেলিফোন অপারেটরের কাজ ইত্যাদির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

-শিক্ষাদান ও প্রশাসন উভয় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিশেষ শিক্ষা ঃ শারীরিক ও মানসিক বাধাগ্রস্তদের জন্য/বিশেষ মেধাবীদের জন্য

-মূক ও বধিরদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন মানসিক প্রবণতার ভিত্তিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

-মানসিক পংগু ও শারীরিক পংগুদের জন্য আলাদা আলাদা বিদ্যালয় থাকতে হবে।

-শিক্ষা থেকে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টির সহায়ক বিদ্যালয়সমূহের বিলোপ সাধন করতে হবে।

-ক্যাডেট কলেজ ও রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলসমূহকে কারিগরি শিক্ষায়তন অথবা উন্নতমানের শিক্ষায়তনরূপে চালু রাখা যেতে পারে।

-৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বিশেষ মেধার পরিচয় দানকারীদের জন্য বিশেষ মাধ্যমিক স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা, শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা

-এর লক্ষ্য হবে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গঠন।

-ন্যায় বিচার ও নেতৃত্বের বিকাশ সাধন।

-আইনের শাসন মেনে চলতে সহায়তা সৃষ্টি।

-প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ, সরঞ্জাম ও শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে।

-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিসিসি ওইউ ও টিসির ব্যবস্থা করতে হবে।

-শিক্ষক শিক্ষণ ও পিটিআইতে সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করতে হবে।

-পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করতে হবে।

-সামরিক বাহিনী প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন করতে হবে। কোর্স সমাপনান্তে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সামরিক বিজ্ঞান বিষয় চালু করতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি

-অনধিক ১২০ দিন ছুটি থাকবে।

-ফসল বোনা ও কাটার মৌসুমে দীর্ঘমেয়াদী ছুটি দিতে হবে।

-স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সময় শিক্ষাবর্ষ শুরু করতে হবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

-দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ, সমাজের চাহিদা, শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা ও অভিরুচির সংগে সংগতিপূর্ণ প্রাথমিক পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করতে হবে।

-পাঠ্যক্রমে চার জাতীয় নীতির প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

-হাতের কাজ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা শুধু বাংলা ভাষা শিখবে। ৬ষ্ঠ থেকে ১২ শ্রেণী পর্যন্ত দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিখতে হবে।

-গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক পরিবেশ ও শিল্পায়ন প্রচেষ্টার কথা মনে রেখে পাঠ্যক্রম তৈরী করতে হবে।

-৮ম শ্রেণীর পর শিক্ষা কার্যক্রম দ্বিধা-বিভক্ত হবে ঃ বৃত্তিমূলক ও সাধারণ পর্যায়। এই পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজী বাধ্যতামূলক থাকতে হবে। ঐচ্ছিক বিষয় থাকতে হবে ৪টি।

-১১শ ১২শ শ্রেণীর প্রতিটি গ্রুপ এমনভাবে গঠিত হতে হবে যাতে গ্রুপগুলি যাযথভাবে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত হয় ঃ যেমন— প্রি-ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রি-মেডিকেল; প্রি-এগ্রিকালচার ইত্যাদি। *(চলবে)*